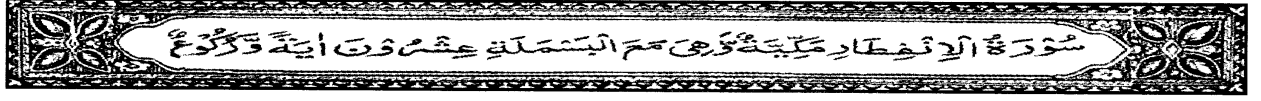


সূরা আল ইন্ফিতার-৮২ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এ সূরাটির সাথে পূর্ববর্তী সূরাটির এতই সামঞ্জস্য রয়েছে যে একে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ বলা যেতে পার। কেবল নামেই এটি ভিন্ন সূরা। কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, একটি সূরার কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে এটা আলাদা করে নেয় এবং এ অংশগুলোর বিষয়বস্তুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো কঠিন হয়ে হৃদয়ে গেঁথে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে একে ভিন্ন নামে স্বাতন্ত্র্য দেয়া হয়ে থাকে। শেষ যুগে খৃষ্টানদের মতবাদ ও জীবন-যাপন পদ্ধতি অ-খৃষ্টান বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে মোহাক্ক করে যে অবস্থাবলী সৃষ্টি করবে, এ সূরাতে তা-ই আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। নবুওয়তের প্রথমদিকে পূর্ববর্তী সূরার সাথে সমসাময়িকভাবে এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল।



সূরা আল ইনফিতার-৮২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। *আকাশ যখন ফেটে যাবে^{৩২৮১}

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ①

৩। এবং তারকারা যখন খসে পড়বে^{৩২৮২}

وَإِذَا النُّجُومُ انْتَثَرَتْ ①

৪। *এবং নদী (৩) সাগরগুলোকে যখন চিরে (একটিকে আরেকটির মধ্যে) প্রবাহিত করা হবে^{৩২৮৩}

وَإِذَا الْيَعْقُوبُ فُجِّرَتْ ①

৫। *এবং কবরগুলোকে যখন উপড়ে ফেলা হবে^{৩২৮৪}

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ①

৬। *তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে ভবিষ্যতের জন্য কী অর্জন করেছে এবং পেছনে কী ছেড়ে এসেছে^{৩২৮৫}।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ①

৭। হে মানুষ! তোমাকে তোমার মহাসম্মানিত প্রভু-প্রতিপালক সম্বন্ধে কিসে প্রতারণিত করেছে,

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ①

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৭ঃ১৯ গ. ৮ঃ৭ ঘ. ১০ঃ১০ ঙ. ৩ঃ৩১; ৮ঃ১৫।

৩২৮১। ইতোপূর্বে সূরাটির ভূমিকাতে মন্তব্য করা হয়েছে, এ সূরা বিশেষভাবে ঐ সময় সম্বন্ধে মানুষকে জ্ঞাত করতে চায় যখন খৃষ্টীয় মতবাদ, যথা 'ত্রিভুবাদ', প্রায়শ্চিত্তবাদ' ও 'আল্লাহর পুত্র স্বয়ং আল্লাহ' প্রভৃতি ভ্রান্ত-বিশ্বাস পৃথিবীর সর্বত্র জয়-ঢাক বাজাতে থাকবে এবং তা অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হবে। খৃষ্টানদের এসব মিথ্যা মতবাদের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের যুগের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুরআন কঠোর ভাষায় বলেছে: আকাশসমূহ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ তারা রহমান আল্লাহর এক পুত্র নির্ধারিত করেছে (১৯ঃ৯১-৯২)। এ দুটি আয়াতের প্রতি আলোচ্য আয়াতটি ইঙ্গিত করে বলছে, যখন খৃষ্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলবে তখন আল্লাহ তাআলার ক্রোধান্বিত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যার ফলে ঐশী শাস্তিসমূহ বিভিন্ন আকারে একের পর এক নেমে আসবে।

৩২৮২। উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষায় ব্যক্ত এ কথাগুলোর মর্মার্থ হলো, শেষ যুগে সত্যিকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হেদায়াতসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিংবা একেবারেই বিরল হয়ে পড়বে।

৩২৮৩। সে যুগে বিশাল সমুদ্রগুলো খাল দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একের পানি অপরের মধ্যে প্রবাহিত হবে, অথবা সমুদ্রের মুখগুলো গভীরভাবে খনন করে বড় বড় জাহাজগুলোকে বন্দরে ভিড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। পানামা ও সুয়েজ খালের প্রতি এ আয়াত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয়।

৩২৮৪। শেষ যুগে কবরসমূহ উৎপাটিত করা হয়েছিল, যেমন করা হয়েছিল মিশরের অতীত বাদশাহগণের কবরের ক্ষেত্রে। অথবা আয়াতটির তাৎপর্য এও হতে পারে, শেষ যুগে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত শহর এবং স্মৃতি-সৌধগুলো খনন করে মাটির নীচ থেকে বের করা হবে।

৩২৮৫ এ আয়াতে এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মিথ্যাভিত্তিক খৃষ্টান মতবাদসমূহের ধারক, বাহক ও প্রচারকগণকে আহ্বান করে বলা হয়েছে, তারা তাদের এসব ভ্রান্ত মতবাদের ভয়াবহতা ও অসারতা অবশেষে বুঝতে পারবে।

৮। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন, এরপর তোমাকে ^১সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন^{২৮৬}?

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ^٨

৯। তিনি যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গড়েছেন।

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ^٩

১০। কখনো নয়। বরং তোমরা বিচার (দিবসকেই) প্রত্যাখ্যান করছ।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ^{١٠}

১১। ^১অথচ তোমাদের ওপর নিশ্চয়ই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ^{١١}

১২। যারা ^১সম্মানিত লেখক^{২৮৭}।

كِرَامًا كَاتِبِينَ^{١٢}

১৩। তোমরা যা কর তা তারা জানে।

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ^{١٣}

১৪। ^১নিশ্চয় পুণ্যবানরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ^{١٤}

১৫। ^১এবং পাপাচারীরা নিশ্চয়ই জাহান্নামে থাকবে।

وَأِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ^{١٥}

১৬। ^১তারা এতে বিচারদিবসে ঢুকবে।

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ^{١٦}

১৭। আর তারা এ থেকে কখনো পালাতে পারবে না।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ^{١٧}

১৮। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে বিচারদিবস কী?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ^{١٨}

১৯। আবারও (বলছি), তোমাকে কিসে বুঝাবে বিচারদিবস কী?

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ^{١٩}

২০। (এ হবে সেদিন) ^১যেদিন একজন আরেক জনের সামান্যতম কাজে আসার ক্ষমতা রাখবে না। ^১আর সেদিন সিদ্ধান্তের (ক্ষমতা) আল্লাহরই (হাতে) থাকবে।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ^{٢٠}

দেখুন : ক. ৮৭ঃ৩; ৯১ঃ৮ খ. ৬ঃ৬২ গ. ৪৩ঃ৮১; ৫০ঃ১৯ ঘ. ৪৫ঃ৩১; ৮৩ঃ২৩ ঙ. ৮৩ঃ৮ চ. ২৩ঃ১০৪; ৮৩ঃ১৭ ছ. ২ঃ১২৪; ৩১ঃ৩৪ জ. ১৮ঃ৪৫, ৪০ঃ১৭

৩২৮৬। আল্লাহ তাআলা মানুষকে কত মহান প্রাকৃতিক গুণাবলী ও মানসিক শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছেন, যাতে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। অথচ তারা সেই মহামহিম আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধেই মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ পোষণ করে থাকে।

৩২৮৭। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তার নিজস্ব মতামত ও কার্যাবলীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। আর তার মতামত ও কার্যাবলী ‘সম্মানিত লেখক’ কর্তৃক নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।